প্রথম আলো

তারিখ 27 JUL 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শাখা ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষণ চলছে

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে যাবেন না রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রী

শরিফুজ্জামান ●

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করায় বেসরকারি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের পঞ্চম সমাবর্তনে শেষ পর্যন্ত যোগ দিতে রাজি হননি রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষামন্ত্রীকে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলামও ওই অনুষ্ঠানে যচ্ছেন না।

রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রী না গেলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন বলে জানা গেছে।

তবে গতকাল রোববার বঙ্গভবন থেকে এশিয়ান ইউনিভার্সিটিকে পাঠানো চিঠিতে অনিবার্য কারণে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকতে পারছেন না বলে জানানো হয়। চিঠিতে আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান চালিয়ে নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবু হাসান মু. সাদেক *প্রথম আলোকে* বলেন, অনিবার্য কারণে বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত কারণে রাষ্ট্রপতি ও আচার্য অনুষ্ঠানে আসতে পারছেন না বলে উপাচার্যকে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে বলেছেন। মন্ত্রিসভার বৈঠক থাকায় শিক্ষামন্ত্রীকে আচার্য মনোনয়ন দেননি বলে তিনি জানান।

তবে বঙ্গভবন সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির কমপক্ষে ছয়টি বড় অভিযোগ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে শুধু দূরশিক্ষণে বিএড কোর্স চালুর অনুমতি নিয়ে দেশের ৪৪ কেন্দ্রে অর্থনীতি, সরকার ও রাজনীতি, ইসলামি শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয় চালু করা। এ ছাড়া সরকারি সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়টি খুলনা ও রাজশাহীতে অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষক অনুপযুক্ত বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট খণ্ডকালীন শিক্ষক ৬৯৭ জন, তাঁদের মধ্যে ঢাকায় মূল ক্যাম্পাসে খণ্ডকালীন শিক্ষক ৯৮ জন, বাকি ৫৯৯ জন শাখা ক্যাম্পাস বা কেন্দ্রে কাজ করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি বলেছে, এসব শিক্ষক কে, কোথায় কর্মরত থেকে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন, তা জানতে চাইলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই তথ্য দেয়নি।

মন্ত্রণালয়ের তদন্তে দেখা গেছে, ইউজিসি ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে বিএড কোর্সের অনুমতি দিলেও ওই অনুমতিপত্র জাল করে অন্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসককে দেওয়া একটি চিঠির সূত্র ধরে এই জালিয়াতি প্রমাণিত হয়। এর জন্য মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে কারণ দর্শাতেও বলে। জবাবে উপাচার্য ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার অঙ্গীকার করেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির যোগ না দেওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শর্ত অনুযায়ী পাঁচ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করতে না পারা। ২০০১ সালের ৩ জানুয়ারি ওই সময় পার হয়ে গেছে। গত আট বছরেও স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা না করলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় নয় হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন।

সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বঙ্গভবনকে বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পর্কে এসব অনিয়মের কথা জানানো হয়। ইউজিসি বিভিন্ন সময় এ বিশ্ববিদ্যালয়টির নানা অনিয়ম তদন্ত করেছে।

জানা যায়, রাষ্ট্রপতি অসম্মতি জানানোর পর গত ২২ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন দিলে শিক্ষামন্ত্রী যাবেন বলে উপাচার্যকে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু গতকাল বঙ্গভবনের পাঠানো চিঠিতে শিক্ষামন্ত্রীকে মনোনয়ন না দিয়ে রাষ্ট্রপতি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কাজ চালাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিভিন্ন অভিযোগ প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক আবু হাসান মু. সাদেক *প্রথম আলোকে* বলেন, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির শাখা ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষণে ভর্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। এখনো ভর্তি চলছে মর্মে তথ্য-প্রমাণ থাকার কথা জানালে উপাচার্য বলেন, 'এটা তাঁর জানার বাইরে।' উপাচার্য দাবি করেন, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বজায় রাখা হয়, শিক্ষকেরাও যোগ্যতাসম্পন্ন। তিনি বলেন, 'কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের স্থগিত আদেশ নিয়ে শাখা ক্যাম্পাসে বা দূরশিক্ষণে ছাত্র ভর্তি করছে। আমরা তা করিনি। আমরা নতুন আইন প্রণয়নের জন্য অপেক্ষা করছি। এরপর হয় এটা চালু রাখব, না হয় বন্ধ করব।'

ইউজিসির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রী না গেলে তিনি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যাবেন না।